

I'll give you a stupid example.



Imagine if you were capable of
an intelligent one.

Gillette-এর একটি উদাহরণ

দূরত্ব, ছদ্মবেশ আর সেই নারীর কথা, যে অডিট করে।

যেমন ধরো,

যোগাযোগ বরাবরই একটা বিশেষ সূত্রের ওপর ভর করে এসেছে।

যেমন ধরো।

দুটো নিরীহ শব্দ।

দুটো শব্দ, দেখতে নির্দোষ আর ভদ্র, অথচ তাদের একটা অসাধারণ সুবিধা আছে: অনুমতি না চেয়েই তারা একজন মানুষকে অন্যের এলাকায় ঢুকে পড়তে দেয়।

কেউ যখন বলে যেমন ধরো, তখন তার লক্ষ্য খুব কমই সেই উদাহরণটা।

লক্ষ্য হল দূরত্ব।

কারণ কোনো সমস্যার সামনে নিজেকে অনাবৃত দেখতে মানুষের ভালো লাগে না। নিজের নামের সঙ্গে কোনো দুর্বলতা, কোনো ভুল বা কোনো স্ববিरोধ জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, এটা শুনতে তাদের ভালো লাগে না।

কিন্তু সেই একই জিনিস যখন অন্য কারও, তখন তা দেখতে তারা দিব্যি রাজি।

আর তাই যোগাযোগ এক চমৎকার শর্টকাট বের করে ফেলল।

বোলো না:

“তুমি এটা করছ।”

বলো:

“যেমন ধরো, এমন একজন লোকের কথা ভাবো, যে...”

আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে।

শ্রোতা গল্পটা অনুসরণ করে।

চরিত্রটাকে খুঁটিয়ে দেখে।

পরিস্থিতির বিচার করে।

হয়তো হেসেও ফেলে।

উপলব্ধিটা আসে পরে।

চরিত্রটা কখনওই অন্য কেউ ছিল না।

চরিত্রটা ছিল শ্রোতা নিজেই।

উদাহরণটা ছিল নিছক বাস্তবের গায়ে চড়ানো এক ছদ্মবেশ।

সেরা বক্তারা এ কথা বরাবরই জেনে এসেছেন।

ভাবনা সদর দরজা দিয়ে প্রায় কখনওই ঢোকে না।

তার পছন্দ পাশের দরজা।

যেমন ধরো,

মানুষে মানুষে সম্পর্ক বরাবরই উদাহরণের ওপর নির্ভর করে এসেছে। বিশেষ করে নারী আর পুরুষের মধ্যে।

পুরুষেরা শত শত বছর ধরে এগুলো ব্যবহার করে আসছে।

যেমন ধরো, আমরা যদি সমুদ্রের ধারে থাকতাম।

যেমন ধরো, আমাদের দেখা যদি পাঁচ বছর আগে হত।

যেমন ধরো, আমরা যদি নিউ ইয়র্কে চলে যেতাম।

যেমন ধরো, আমরা যদি একে অপরের হতাম।

এই কথাগুলোর একটাও বাস্তবের বর্ণনা নয়।

এগুলো স্থাপত্যের বর্ণনা।

শব্দ দিয়ে গড়া অস্থায়ী কাঠামো।

এমন সব ঘর, যেখানে প্রমাণ এসে পৌঁছানোর আগেই সম্ভাবনাকে ঢুকতে দেওয়া হয়।

পুরুষেরা ওই ঘরগুলো ভালোবাসে।

কারণ কল্পনার খরচ নির্মাণের চেয়ে কম।

কল্পনার ভেতরে প্রতিটা প্রকল্পই চলে।

প্রতিটা যাত্রাই সফল হয়।

প্রতিটা নারীই বোঝে।

প্রতিটা পরিণতিই অনুকূল।

তারপর, আজ হোক কাল হোক, বাস্তব এসে হাজির হয়।

আর বাস্তব প্রায়ই আসে এক নারীর চেহারা নিয়ে।

বুদ্ধিমতী নারী শোনে।

খুব বুদ্ধিমতী নারী মূল্যায়ন করে।

উঁচু দরের নারী অডিট করে।

আর তফাতটা নেহাত কম নয়।

একটা সাধারণ কথাবার্তা মূল্যায়নের পরেও হয়তো টিকে যায়।

একটা প্রকল্প সমালোচনার পরেও হয়তো টিকে যায়।

একটা মোহ অডিটের পরে কখনও টেকে না।

সাধারণত ঠিক সেই মুহূর্তেই একজন বুদ্ধিমান পুরুষ আবিষ্কার করে, সে একটা ভবিষ্যৎ গড়ছিল, নাকি নিছক একটা কল্পনাকে সাজাচ্ছিল।

উত্তর আসে চটপট।

নারীরা প্রায় সবসময় সেকেন্ডের হিসেবে দাম ধরে।

ঘণ্টার হিসেবে কখনও নয়।

যেমন ধরো,

এমন একজন পুরুষের কথা ভাবো, যে বছরের পর বছর কাটিয়েছে ব্যাখ্যা খাড়া করে। কৌশল।

দৃশ্যপট।

মডেল।

স্থাপত্য।

আস্তু একেকটা ব্যবস্থা, যার নকশাই করা হয়েছে বাস্তবকে যুক্তিসংগত দেখানোর জন্য।

তারপর একদিন তার দেখা হয় এমন এক নারীর সঙ্গে, যার বুদ্ধি তার গড়া ব্যবস্থার মাপ ছাড়িয়ে যায়।

নাটকীয়ভাবে নয়।

আক্রমণাত্মকভাবে নয়।

শ্রেফ স্বাভাবিকভাবে।

সে শোনে।

লক্ষ করে।

অপেক্ষা করে।

তারপর একটা প্রশ্ন করে।

সহজ একটা প্রশ্ন।

সেই ধরনের প্রশ্ন, যা দশ বছরের বুদ্ধিবৃত্তিক নির্মাণকে দশ সেকেন্ডে ধসিয়ে দেয়।

ঠিক তখন অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটে।

পুরুষটি গড়া থামিয়ে দেয়।

পরিকল্পনাগুলো হঠাৎ তাদের আকর্ষণ হারায়।

নকশাগুলো অদরকারি হয়ে পড়ে।

হিসাবনিকাশ হয়ে যায় নিছক সাজসজ্জা।

স্থাপত্য মিলিয়ে যায়।

প্রকল্পটা সোজা গিয়ে পড়ে বাজে কাগজের বুড়িতে।

সে হেরে গেছে বলে নয়।

সে অপমানিত হয়েছে বলে নয়।

সে অবশেষে একটা কথা বুঝেছে বলে।

উদাহরণটা কখনওই কাল্পনিক ছিল না।

উদাহরণটা ছিল সে নিজেই।

অনুশীলনটা ছিল সে নিজেই।

কেস স্টাডিটা ছিল সে নিজেই।

আর তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নারীটি তার কল্পনায় ঢোকেনি।

সে-ই ঢুকে পড়েছিল ওই নারীর কল্পনায়।

ফের্দিনান্দো